মেহেরপুরের বাজারে আসছে রসালো লিচু-দাম নিয়ে হতাশাই ব্যাবসায়ীরা

পবিত্র রমজান প্রায় শেষ প্রান্তে। মৌসুমী ফলের মধ্যে সবচেয়ে আকাঙ্খিত ফল আম এখনো আসেনি বাজারে। তবে রোজাদারদের রসনা তৃপ্ত করতে বাজারে আসতে শুরু করেছে আরেক মুখরোচক ফল লিচু।

মেহেরপুরে এবার জ্যৈষ্ঠের ফল লিচুর বাম্পার ফলন হয়েছে। চাষীরা এখন ব্যস্ত সময় পার করছেন লিচু আহরন ও বাজারজাত করনে। কিন্তু আশানুরূপ দাম না পাওয়ায় লিচু চাষীদের লোকসান গুনতে হচ্ছে ব্যবসায়ীদের। কোরোনা ভাইরাসের আতঙ্ক আর লকডাউনে পরিস্থিতে মৌসুমী ব্যবসায়ীরা আছেন লোকসানের শঙ্কায়।

লিচু চাষী বিল্লাল, সত্তার, জয়নাল জানান, এ বছর করোনা ভাইরাসের মহামারী ও লকডাউনের কারনে বাহিরের ব্যবসায়ীরা আসছে না। নিজেরাই বাগান পরিচর্যা করছি। শেষ পর্যন্ত খরচ তুলতে পারবো কিনা শঙ্কায় আছি। বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে এলাকায় ব্যবসায়ী না আসলে নিজ উদ্যোগে আড়তে নিয়ে লিচু বিক্রি করতে হচ্ছে।

অনেক বাগান মালিক নিজেরাই কীটনাশক প্রয়োগ ও পাহারার ব্যবস্থা করছেন। এতে বাগান মালিকদের ভোগান্তি ও উৎপাদন খরচ বেড়েছে। আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় এবং সময়মতো বৃষ্টি হওয়ায় এবার লিচুর বাম্পার ফলন হয়েছে। ব্যবসায়ীরাও ভালো লাভের স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু এখন তাদের কপালে চিন্তার ভাজ।

লিচু ব্যবসায়ী কিতাব বলেন, আড়তে প্রচুর লিচু আসলেও জেলার বাহিরে বাজারজাত করতে না পারায় ন্যায্য দাম পাচ্ছে না চাষীরা। এছাড়াও লিচু ব্যবসায়ী সাজু, বলেন বাজারে দেশীয় জাতের ১০০ লিচু বিক্রি হচ্ছে ৮০ থেকে ১০০ টাকায়। দেশীয় জাতের লিচু দেশের বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হয়। কিন্তু লকডাউনের কারণে গাড়ি ও মার্কেট বন্ধ থাকায় লিচু লোকসান দিয়ে বিক্রি করতে হচ্ছে।

বাজার পরিচালক আমজাদ হোসেন বলেন, করোনার কারণে বাহিরে থেকে ব্যবসায়ী না আসায় ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না চাষীরা। গত বছর এ সময় ২০০০ থেকে ২২০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি করা হয়েছিল প্রতি কাউন। তবে

গতবছরের তুলনায় এ বছর লিচুর দাম অর্ধেক।

মৃত্যুর মিছিলে আরও ১৬ জন, আক্রান্ত ৯৩০

দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৩১৪ জনে।

এই সময়ের মধ্যে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৯৩০ জন। এ নিয়ে সর্বমোট আক্রান্ত ২০ হাজার ৯৯৫। এ ছাড়া নতুন করে ২৩৫ জনসহ মোট ৪ হাজার ১১৭ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

শনিবার বিকালে স্বাস্থ্য অধিদফতরের নিয়মিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য তুলে ধরেন অধিদফতরটির অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৬ হাজার ৭৮২টি নমুনা পরীক্ষা করে ৯৩০ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। এর মধ্যে মারা গেছেন ১৬ জন। তারা সবাই পুরুষ। আর এই সময়ের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ২৩৫ জন।

ডা. নাসিমা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া রোগীদের মধ্যে বিভাগে ১২ জন। চট্টগ্রামে ২ জন ও রংপুরে ২ জন।

তিনি আরও জানান, ঢাকা বিভাগের মধ্যে শুধু ঢাকা সিটিতে মারা গেছেন ৭ জন। ঢাকা জেলায় মারা গেছেন ২ জন। এছাড়া গাজীপুর, নরসিংদী ও মুন্সীগঞ্জে একজন মারা গেছেন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটি

ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে।

ইতালি ভ্রমণে বিধিনিষেধ থাকছে না

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে ইতালিতে মৃত্যুর মিছিল কিছুটা কিছুটা কমতেই দেশটি ভ্রমণের ওপর বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের প্রস্তুতি নিচ্ছে। দেশের অর্থনীতির চাকা সচল করতে আগামী ৩ জুন থেকে দেশটির নাগরিকরা সেদিন থেকে বিদেশ এবং বিদেশি নাগকরিকরা ইতালি ভ্রমণ করতে পারবেন।

আজ শনিবার (১৬ মে) প্রকাশিত এক আদেশে এ কথা জানিয়েছেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী গুইসেপ কন্তে।

বিবিসির খবরে বলা হয়, ৪ মে থেকে ইতালিতে লকডাউন শিথিল করে কিছু কারখানা এবং পার্ক খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। আর দেশটির প্রধানমন্ত্রী গুইসেপ কন্তের সই করা সাম্প্রতিক এ আদেশে, ১৮ মে থেকে কিছু দোকানা এবং রেস্তোরাঁ খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে সেখানে নিরাপদ শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

এদিকে ক্যাথলিক চার্চগুলোও সেদিন (১৮ মে) প্রার্থনার আয়োজন করতে প্রস্তুতি নিচ্ছে। চার্চে আগতদের অবশ্যই ফেস মাস্ক পরিধানের পাশপাশি নিরাপদ শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। একইসঙ্গে অন্য ধর্মের অনুসারীরাও জমায়েত করে প্রার্থনার অনুমতি পেয়েছেন।

ইতালিতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর হয়েছে ৩১ হাজার ৬১০ জনের। দেশটির চেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে (৮৭ হাজার ৫৫৯ জন) এবং যুক্তরাজ্যে (৩৪ হাজার ৭৮ জন)।

মানবকণ্ঠ/

ভারতের বিরুদ্ধে নেপালকে উসকে দিচ্ছে চীন

ভারত ও নেপালের সীমান্ত এলাকায় ভারতের সদ্য তৈরি করা একটি পার্বত্য রাস্তাকে কেন্দ্র করে যখন দুদেশের মধ্যে সংঘাত চরমে, ঠিক তখনই ভারতের বিরুদ্ধে নেপালকে চীন উসকে দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন দেশটির সেনাপ্রধান জেনারেল এমএম নারভানে।

গত ৮ মে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী সীমান্তের লিপুলেখ এলাকায় একটি লিঙ্ক রোডের উদ্বোধন করেন। এই রাস্তা নিয়েও নেপাল তীব্র প্রতিবাদ জানায় ও ওই এলাকাটিকে তাদের বলে দাবি করে।
ভারতের সেনাপ্রধান জেনারেল এমএম নারভানে বলেন, ভারত ও নেপালের মধ্যে গোলমাল বাধানোর চেষ্টা করছে চীন। কাঠমাণ্ডু ঠিক কেন প্রতিবাদ জানিয়েছে বলতে পারব না। তবে এসব সমস্যা যে তারা অন্য কারোর হয়ে তৈরি করছে সেটা মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে এবং এটা হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।

ভারতীয় সেনাপ্রধান আরও বলেন, কালি নদীর পূর্বদিক নেপালের অংশে পড়ছে এবং পশ্চিমদিক ভারতের অংশ। এই নিয়ে তো কোনো সমস্যা নেই। আর রাস্তা তৈরি হয়েছে কালি নদীর পশ্চিমদিকে। কয়েক দিন আগে লাদাখ এবং সিকিমে ভারত ও চীনা সেনার মধ্যে হাতাহাতি হয়।

ইনকিলাব ডেস্ক |

এই সময়ে ঈদ ফ্যাশন

দেশীয় ফ্যাশন হাউজগুলোর সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় রোজার ঈদে। কিন্তু করোনার প্রভাবে এবারের ঈদ ফ্যাশনের চিত্রটা পাল্টে গেছে। কেমন কাটছে তাদের সময়।

‘উৎসবে ও প্রতিদিনে ভিন্নমাত্রা’— এই শ্লোগান নিয়েই অঞ্জন’স-এর পথচলা। ঈদকে আরও বেশি উৎসব মুখর ও প্রাণবন্ত করতে অঞ্জন’স প্রতিবছর পোশাক নিয়ে বিশেষ আয়োজন করে থাকে। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মিশেলে সমসাময়িক ট্রেন্ড নিয়ে এবারের আয়োজনে থাকছে জামদানি, কাঁথা, কলকা, ফুলকারি সহ বিভিন্ন ধরনের জিওমেট্রিক ও ফ্লোরাল মোটিফ। আর পোশাকের প্যাটার্ন চলমান ট্রেন্ড অনুসরণ করেই করা হয়েছে।

ঈদ আয়োজনে মেয়েদের জন্য থাকছে শাড়ি, সালোয়ার কামিজ ওড়না ও বিভিন্ন ধরনের টপস। ছেলেদের জন্য পাঞ্জাবি-পাজামা, শার্ট, টি-শার্ট ও শেরোয়ানী। শিশু-কিশোরদের জন্য থাকছে শাড়ি, সালোয়ার কামিজ, ফ্রক, পাঞ্জাবি, শার্ট ও ফতুয়া। তারুণ্য নির্ভর এবারের ডিজাইনে বিভিন্ন ধরনের কটন, লিনেন কটন, জর্জেট, সিল্ক, এন্ডিকটন সহ নতুন ধরনের উইভিং ডিজাইনের কাপড় দিয়ে পোশাকগুলো করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যবিধি মেনে খোলা আছে অঞ্জন’স-এর ঢাকার সোবহানবাগ, রিং রোড মোহাম্মদপুর, মিরপুর, বনানী রোড ১১, বেইলি রোড, ওয়ারি, মালিবাগ, রংপুর এবং খুলনা শাখা। স্টোরের পাশাপাশি নান্দনিক রুচি ও সর্বশেষ ট্রেন্ড নিয়ে এবারের আয়োজনগুলো অনলাইনে www.anjans.com এবং ফেইজবুক anjans.bd-এ পাওয়া যাবে। ফ্যাশন এন্টারপ্রেনারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-এর সভাপতি ও অঞ্জন’স-এর শীর্ষ নির্বাহী মো. শাহীন আহম্মেদ বলেন, দেশের বৃহত্ শপিংমলগুলো বন্ধ থাকায় শুধুমাত্র গুলশান দেশিদশ খোলা আছে। সংগঠন থেকে অন্যান্য ফ্যাশন হাউজগুলোর আউটলেট খোলা না খোলার বিষয়ে সদস্যদের কোনো নির্দেশনা দেওয়া হবে না। নিজ উদ্যোগে কেউ চাইলে দোকান খুলতে পারেন। সেক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে উত্সাহিত করতে হবে।

আসন্ন ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার নিমিত্তে ‘সারা’ লাইফ স্টাইল এবার অনলাইনের মাধ্যমেই পণ্য পৌঁছে দিবে গ্রাহকের দরজায়। সারার নিজস্ব ওয়েবসাইট এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সারার পেজ থেকে পণ্য অর্ডার করলেই গ্রাহকের কাছে পৌঁছে যাবে। বরাবরের মতই সারার এবারের ঈদ আয়োজনে মেয়েদের জন্য থাকছে পার্টি ওয়্যার সিঙ্গেল পিস, পার্টি ওয়্যার থ্রি-পিস, এক্সক্লুসিভ শাড়ি, প্রিন্টেড শাড়ি, কুর্তি, প্রিন্টেড থ্রি-পিস, ফ্যাশন টপস ও ডেনিম। শিশুদের জন্য থাকছে ফ্রক, টপস, টপস-স্কার্ট সেট, টপস-বটম সেট, থ্রি-পিস, পাঞ্জাবি, শার্ট, টি-শার্ট, পোলো শার্ট, বটমস, পাঞ্জাবি-পায়জামা, নিউ বর্ন-নিমা সেট। তবে সারার ঈদ

আয়োজনে এবার অন্যতম আকর্ষণ হিসাবে রয়েছে ফুল ফ্যামিলি কালেকশন— পাঞ্জাবি, থ্রি-পিস, শাড়ি, টি-শার্ট, পোলো শার্ট। অনলাইন শপিংয়ের জন্য

করোনায় থমকে থাকা জীবনে আসন্ন ঈদ উৎসব খানিকটা বর্ণিল করতে জেন্টল পার্ক এনেছে নতুন ডিজাইনের ঈদ পোশাক। স্টোরের মতো সব পণ্যই এবার মিলছে তাদের অনলাইন স্টোর ও ফেসবুক প্লাটফর্মে। দেশি মোটিফের সঙ্গে প্যাটার্ন, কাটিংয়ের বৈচিত্র্যতা নিয়ে পুরো ঈদ পোশাকই এবার তারুণ্যের ট্রেন্ড নির্ভর। থাকছে কাবলি, কামিজ, কুর্তি, পাঞ্জাবিসহ শিশুদের পোশাক। নতুন পোশাক ক্রয়ে ক্রেতা আগ্রহ বাড়াতে থাকছে মূল্যছাড় ক্যাম্পেইন। শোরুমে বা অনলাইন প্লাটফর্মে কেনাকাটায় থাকছে সকল পণ্যে ২০% মূল্যছাড় সুবিধা। ঘরে বসে ঈদের পোশাক পেতে বাড়তি ডেলিভারি চার্জ দিতে হবে না। জেন্টল পার্ক অনলাইন প্লাটফর্মে কেনাকাটায় নিজস্ব ডেলিভারি টিম ঢাকা ও চট্টগ্রামে পণ্য পৌঁছে দিবে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই। পাশাপাশি সারাদেশের গ্রাহকরাও বিনামূল্যে পাবেন বাড়তি মূল্যছাড় সহ ডেলিভারি সুবিধা। জেন্টল পার্কের উদ্যোক্তা ও প্রধান ডিজাইনার শাহাদত্ হোসেন বাবু জানান, করোনা ভাইরাস সংক্রমণে বিশ্বজুড়েই এখন দুঃসময়। তবুও ফ্যাশনপ্রিয় সবাই যেন সীমিতভাবে হলেও ঈদ আনন্দে মেতে ওঠতে পারে তাই গ্রাহকদের বিভিন্ন সুবিধা দিচ্ছি আমরা। নিয়ম মেনে দেশজুড়ে বিনামূল্যে পণ্য ডেলিভারি সুবিধাছাড়াও সকল পণ্যে ২০% মূল্যছাড়ের ব্যবস্থা করেছি। সামাজিক দূরত্ব এবং সব ধরনের সুরক্ষা নিশ্চিত করে ১০ মে থেকে আমাদের রিটেইল স্টোর খোলা রাখা হচ্ছে। জেন্টলপার্কের স্টোর ছাড়াও ফেসবুক ভেরিফাইড পেজ এবং অনলাইনে মিলবে ঈদ পোশাকের খোঁজ ও ছবি সহ প্রয়োজনীয় তথ্য। অনলাইন শপিংয়ের জন্য: www.gentlepark.com

মুসলিম বিশ্বে চলছে সিয়াম সাধনার মাস রমজান। কয়েকদিন পরই আসছে আনন্দের দিন ঈদ। যদিও চলতি বাস্তবতায় ঈদের সেই চিরচেনা আনন্দ থাকবে না। ঘরে আটকে থাকা মানুষের মার্কেটে মার্কেটে ঘুরে কেনাকাটার আনন্দ নেই। তবুও যে জীবন থেমে নেই। আর এমন বাস্তবতায় ফ্যাশন ব্রান্ড বিশ্বরঙ-এ থাকছে ঘরে বসেই ঈদ শপিং করার সুযোগ। অনলাইনে পছন্দের পোশাকটি অর্ডার করলেই পৌঁছে যাবে আপনার ঘরে। কারণ পণ্য সরবরাহের প্রতিটি ধাপে বিশ্বরঙ-এর থাকে সর্বোচ্চ সতর্কতা। বিশ্বরঙ-এর অনলাইন শপে স্বাভাবিক সময়ের মতো মন মাতানো সব বাহারি ডিজাইনের কালেকশনই থাকছে; সেই সঙ্গে থাকছে ঈদ শুভেচ্ছা স্বরূপ ১০% মূল্যছাড়। ওয়েব পেজ www.bishworang.com এবং ফেসবুক

পেজ bishworangfanclub-এর মাধ্যমে অনলাইনে ঘরে বসেই কিনতে পারেন আপনার পছন্দের পোশাকটি।

এই করোনাকালে সরকার নির্দেশিত নিয়ম মেনে ক্রেতা ও কর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে কে ক্র্যাফট ঢাকাতে কিছু নির্দিষ্ট শাখা ও খুলনায় অবস্থিত শাখা ক্রেতাদের জন্য সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত খোলা রাখছে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানটির অনলাইন শপ www.kaykraft.com এবং ফেসবুক পেজ kaykraft.com.bd-এর মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে ক্রেতারা বিকাশ, ক্রেডিট ও ডেবিট কার্ড এবং ঢাকায় ক্যাশ অন ডেলিভারি নিয়ে পছন্দের পোশাক কিনতে পারছেন।

স্বাস্থ্যবিধি মেনে খোলা আছে কে ক্র্যাফট এর ঢাকার সোবহানবাগ, রিং রোড মোহাম্মাদপুর, মিরপুর, বনানী রোড ১১, বেইলি রোড, ওয়ারি, মালিবাগ, আজিজ সুপার মার্কেট, গুলশান দেশিদশ এবং খুলনা শাখা।

দেশের জনপ্রিয় ব্র্যান্ড কে ক্র্যাফটের উদ্যোক্তা খালিদ মাহমুদ খান বলেন, অনলাইন ও আউটলেট থেকে এই দুর্যোগ সময়ে যারা কেনাকাটা করে দেশীয় পোশাক শিল্পের সাথে যুক্ত সবাইকে তাদের নিজ নিজ পেশা রক্ষায় সাহায্য করছেন—তাদের সবার প্রতি কে ক্র্যাফট কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সীমিত সময়ের জন্য ৩০% ছাড়ে সকল পণ্য বিক্রি করছে। তিনি আরও বলেন, এবারের ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ঈদ উদযাপনে অনেক ক্রেতা নানা কারণে কেনাকাটাতে সাশ্রয়ী হবেন, আবার কেনাকাটা না-ও করতে পারেন। ক্রেতাদের প্রতি আহ্বান, আপনি যদি কেনাকাটা করেন, তাহলে দেশীয় পণ্যই কিনুন, দেশজ উৎপাদনে সহযোগী হন।

ইত্তেফাক/

১০ কোটি ছাড়ালো ইন্টারনেট গ্রাহক

বাংলাদেশে ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা ১০ কোটি ছাড়িয়েছে। টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থা- বিটিআরসি জানিয়েছে, দেশের চারটি

মোবাইল ফোন অপারেটরের মোট গ্রাহক সংখ্যাও দেশের মোট জনসংখ্যার কাছাকাছি গিয়ে সাড়ে ১৬ কোটি ছাড়িয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিটিআরসির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখা যায়, চলতি বছরের মার্চ পর্যন্ত দেশে ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা ১০ কোটি ৩২ লাখ ৫৩ হাজারে উন্নীত হয়েছে।

বিটিআরসি চেয়ারম্যান জহুরুল হক বলেন, ইন্টারনেট সেবার মান বৃদ্ধির সাথে সাথে গ্রাহকও বাড়ছে। ইন্টারনেট ছাড়া এখন উপায় নেই। এটি টেলিযোগাযোগ খাতের একটি সাফল্য। ইন্টারনেট গ্রাহকের মধ্যে মোবাইল ফোন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করছেন ৯ কোটি ৫১ লাখ ৬৮ হাজার গ্রাহক। আর ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান (আইএসপি) ও পাবলিক সুইচড টেলিফোন নেটওয়ার্কের (পিএসটিএন) ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮০ লাখ ৮৪ হাজার, যা ফেব্রুয়ারির শেষ নাগাদ ছিল ৫৭ লাখ ৪৩ হাজার।

আরো পড়ুন: দৈনিক ১৫ হাজার করোনা পরীক্ষা করা হবে: স্বাস্থ্যমন্ত্রী

বিটিআরসির হিসাবে, মার্চ মাস নাগাদ চারটি মোবাইল ফোন অপারেটরের মোট গ্রাহক সংখ্যা ১৬ কোটি ৫৩ লাখ ৩৭ হাজার। সাত কোটি ৫৩ লাখ ৩৩ হাজার গ্রাহক নিয়ে শীর্ষে রয়েছে গ্রামীণফোন। তাদের পরে রয়েছে রবি। তাদের গ্রাহক চার কোটি ৯৭ লাখ ১৮ হাজার। বাংলালিংকের গ্রাহক তিন কোটি ৫৩ লাখ ৭৩ হাজার। আর রাষ্ট্রায়ত্ত অপারেটর টেলিটকের গ্রাহক সংখ্যা ৪৯ লাখ ১৩ হাজার।

ইত্তেফাক/

‘এখন কিছুটা অধৈর্য হয়ে পড়েছি’

অভিনয়ের পাশাপাশি প্রেম নিয়ে বলিউড তারকাদের আলোচনা নিত্যদিনের ঘটনা। যদিও এই লকডাউনের সময়ে এ বিষয়টি ইদানিং কম উঠে আসছে। তবে সম্প্রতি এমনই এক প্রসঙ্গে শিরোনামে এলেন পরিনীতি চোপড়া। প্রেম নিয়ে খুব কমই আলোচনায় এসেছেন তিনি।

এখনও সিঙ্গেল তকমা নিয়েই ঘুরছেন এই অভিনেত্রী। তবে এখন মনের মানুষ খুঁজছেন পরিনীতি। এক সাক্ষাত্কারে তিনি বলেন, ‘আমি খুবই লাজুক প্রকৃতির। শারীরিক অথবা প্রেমের সম্পর্কে জড়াতে চাই না। এ ধরনের বিষয়ে আমি অন্যদের চেয়ে আলাদা। কারও সঙ্গে ডেট অথবা ওয়ান নাইট স্ট্যান্ডস করিনি। আমি এমনই। তবে এখন কিছুটা অধৈর্য হয়ে পড়েছি। মনের মানুষ খুঁজে তার প্রেমে পড়তে চাই।’

খাবার খেতে বেশ পছন্দ করেন এই অভিনেত্রী। তিনি বলেন, ‘এই একটি বিষয় আমার খুব পছন্দ। খাবার ছাড়া আমি কিছু ভাবতে পারি না। যেকোনো মুহূর্তে পিত্জা পেলেই আমি খেতে শুরু করবো। এমনও সময় গেছে, দিনে ৩টি করে পিত্জা খেয়েছি।’ এরইমধ্যে লেডিস ভার্সেস রিকি বহেল, ইশাকজাদে, শুদ্ধ দেশি রোমান্স, হাসি তো ফাঁসি, জবরিয়া জোড়িসহ বেশকিছু সিনেমায় অভিনয় করে প্রশংসা পেয়েছেন পরিনীতি।

ইত্তেফাক/

আমাদের সঙ্গে যা করেন তা ঠিক নয়: রোহিতকে তামিম

শুক্রবার তামিম ইকবালের ফেসবুক লাইভে অতিথি হয়ে এসেছিলেন ভারতের জাতীয় দলের ওপেনার হিটম্যান রোহিত শর্মা।

কথার একপর্যায়ে তামিম বলেন, ‘রোহিত ভাই, আমাদের সঙ্গে যা করেন তা ঠিক না!’

এ কথা শোনামাত্রই ভড়কে যান রোহিত। বলে বসেন, ‘মানে?’

সঙ্গে সঙ্গেই রোহিতকে তামিম ভারমুক্ত করেন, ‘আমি বলছি, আমি বলছি।’

এরপর তামিম বাংলাদেশের বিপক্ষে রোহিতের মারকুটে সব ইনিংসের স্মৃতি রোমন্থন করেন।
তিনি বলেন, ‘২০১৫ সালের বিশ্বকাপে আমাদের বিপক্ষে সেঞ্চুরি করেছেন আপনি। ২০১৭ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও সেঞ্চুরি করেছেন।

এমনকি ২০১৯ বিশ্বকাপেও সেঞ্চুরি করেছেন।’

তামিম বলেন, বিশ্বকাপে সেঞ্চুরির বেলায় আমাকে কৃতিত্ব দিতে হবে। কারণ, আমি আপনার ক্যাচ ফেলে দিয়েছিলাম।

এ কথা শুনে রোহিত হেসে ফেলেন। তিনি জানান, হ্যাঁ, আমার মনে আছে সেই ঘটনা।

তামিম বলেন, ওই ক্যাচ ফেলার কারণে আমাকে নিয়ে যে কী পরিমাণ ট্রল, মিম করা হয়েছে, তা আপনি ধারণাও করতে পারবেন না। এখনও সেই ক্যাচটা নিয়ে কথা শুনতে হয় আমাকে। আসলে আপনার ওই সেঞ্চুরির কারণেই আমরা টুর্নামেন্ট থেকে বাদ পড়ে যাই। আমি সমর্থকদের বোঝাতে পারি না যে অনিচ্ছায় এমন ঘটনা মাঠে ঘটতেই পারে! আমার কাছে এখনও সেই স্মৃতি বড় এক দুঃস্বপ্ন।

তামিমের সেই দুঃসহ স্মৃতিকে হালকা করতে সান্ত্বনা দেন রোহিত। তিনি বলেন, ‘সবাই জেতার জন্যই খেলে। সবাই শতভাগ উজার করে দিতে মাঠে নামে। কেউ মাঠে ক্যাচ ফেলতে যায় না। খারাপও খেলতে চায় না। সবাই দল জেতাতেই চায়। বিষয়টি আসলে খেলারই অংশ।’

প্রসঙ্গত, ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তার কারণ রোহিত শর্মা। ২০১৫ সালের বিশ্বকাপে মেলবোর্নে কোয়ার্টার ফাইনালে রোহিতের ১৩৭ রানের ইনিংসের কারণে হেরে যায় বাংলাদেশ। এর ২ বছর পর চ্যাম্পিয়নস ট্রফির সেমিফাইনালে অপরাজিত ১২৩ রান করেন রোহিত। ২০১৯ সালের বিশ্বকাপে ফের তার ব্যাট ১০৪ রানে এসে থামে।

যুগান্তর

মেহেরপুর পৌর হাটে বিক্রেতা থাকলেও মিলছে না ক্রেতা

প্রাণঘাতি করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে দীর্ঘদিন লকডাউন থাকার পরে গত ১০/০৫/২০ তারিখ থেকে অল্প পরিসরে হাট বাজার, মার্কেট চালু

করার অনুমতি দেয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

তারই পরিপ্রেক্ষিতে গত মঙ্গলবার থেকে চালু হয় মেহেরপুরের পশুর হাট।

গতকাল শুক্রবার বিকালে মেহেরপুর পশুর হাটে গিয়ে দেখা যায়, নেই কোন পশু কেনাবেচা। তবে দেখা যায় কিছু পোশাক বিক্রেতাদের ফুটপাতে বসে পোশাক বিক্রয় করতে।

ফুটপাতের পোশাক বিক্রেতা সামসুল হক জানান, দীর্ঘদিন লকডাউন থাকার পরে হাট-বাজার চালু হলেও নেই কোন আমাদের বেচাকেনা।

গরু ব্যবসায়ী জাকির মন্ডল জানান, আগে গরুর ব্যবসা করতাম এখন গরু বেচাকেনা বন্ধ তাই এখন পুরানো সাইকেলের ব্যবসা করছি।

অপরদিকে সবজি বিক্রেতাদের দেখা যায় হতাশ হয়ে বসে থাকতে, সবজি বিক্রেতা থাকলেও নেই পর্যাপ্ত ক্রেতা। সবজি এনে সারা দিন বসে থেকেও মিলছে না ক্রেতা।

আলমডাঙ্গায় সরকারি ভাবে ধান সংগ্রহের জন্য লটারি

আলমডাঙ্গা খাদ্যগুদামে সরকারি ভাবে কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয়ের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ লিটন আলী প্রত্যেক ইউনিয়ের কৃষক দের কাছ থেকে দরখাস্ত আহবান করলে, তাদের দরখাস্ত মোতাবেক লটারির মাধ্যমে ক্রেতা নির্ধারণ করার জন্য গত বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার দিকে উপজেলা কৃষি অফিসে লটারি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ লিটন আলী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আইয়ুব হোসেন।

তিনি এসময় বলেন, সরকার সরাসরি প্রান্তিক কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয়ের জন্য ঘোষণা দেন। সেই লক্ষে আমরা উপজেলার সকল ইউনিয়ন ও

পৌর সভার কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ধান ক্রয় করতে চাই। কিন্ত আমাদের লক্ষ মাত্রা ১ হাজার ৩ শত ৮৪ মেঃ টন। মানে প্রত্যেক কৃষক ১ মেঃ টন করে ধান বিক্রয় করতে পারবে। লক্ষ মাত্রার চেয়ে বিক্রেতার সংখ্যা বেশি হওয়ায় আজ আমরা লটারির মাধ্যমে বিক্রেতা সিলেকশন করে দেব। তারা নির্ধারিত সময়ে খাদ্যগুদামে ধান সরবরাহ করবেন।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা পৌর মেয়র উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হাসান কাদীর গনু, ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাড. সালমুন আহম্মেদ ডন, উপজেলা কৃষি অফিসার, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাষ্টার, উপজেলা খাদ্য কর্মকর্তা মোফাখাইরুল ইসলাম, গুদাম রক্ষক মিয়াজান হোসেন, খাদ্যপরিদর্শক রাবিবুল ইসলাম, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সোহেল হোসেন, উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার আফাজ উদ্দিন, উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা এনামুল হক, ইউপি চেয়ারম্যান মাসুদ পারভেজ, আবু সাইদ পিন্টু, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি, দেলোয়ার হোসেন, সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুক, প্রেসক্লাবের সম্পাদক হামিদুল ইসলাম, সহ-সভাপতি জামসিদুল হক মুনি, প্রচার সম্পাদক শরিফুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা জেলা মৎস্যজীবী লীগের সভাপতি শাহাবুল ইসলাম, মিজানুর রহমান, সাইফুর রহমান পিন্টু, সহ শতাধিক কৃষক উপস্থিত ছিল।

লটারি করা হয় মোট ১৩৮৪ মেঃ টন ধান নেওয়া হবে। প্রতি কৃষক ১ টন করে ধান দিতে পারবে।